বাংলা আমার অহংকার

সম্পাদনায়-

মোঃ সাগর ইসলাম মিরান

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি
প্র কা শ নী

বাংলা আমার অহংকার

মোঃ সাগর ইসলাম মিরান সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০২৪ইং
© সম্পাদক ও কবি
প্রচ্ছদ মোঃ নাছিম প্রাং
প্রকাশক মোঃ নাছিম প্রাং
ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

কম্পোজ এন.এস কম্পিউটার্স
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ২৫০ টাকা মাত্র
Stories of poets Published by ichchashakti Prokashoni

ISBN: 978-984-36-0342-5

উ ৎ স র্গ

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকৃত,
সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং যুদ্ধ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী
সময়ে, দেশের জন্য অবদানরত
সকল দেশপ্রেমিকদের কে "বাংলা আমার অহংকার"
বইটি উৎসর্গ করলাম।

বাংলা আমার অহংকার

সূচিপত্র

কবিদের নাম	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	কবিদের নাম
এবিএম সোহেল রশিদ	৫ – ৬	৪৫ – ৪৮	খন্দকার সাবিকুন নাহার লাইজু
ছাদির হুসাইন	৭ – ১০	৪৯ – ৫০	মোঃ আব্দুল আহাদ
অথই নূরুল আমিন	১১ – ১৩	৫১ – ৫৩	হাফেজ রফিকুল ইসলাম
আজিজ ইবনে গণি	– ১৪	৫৪ – ৫৭	আবদুর রাজ্জাক
মোঃ সাজ্জাদ হোসেন জামাল	১৫ – ১৯	৫৮ – ৬৬	স্বপন আহাম্মেদ
এইচ এম হাসান মাহমুদ	২০	৬৭ – ৭১	আশরাফুল ইসলাম আল-আজিম
রুহুল আমিন	২১	৭২ – ৭৪	এনামুল হক মাসুম
মুফতী হারুনুর রশিদ হাবিবুল্লাহ্	২২	৭৫ – ৭৯	নাছিমা আকতার শিল্পী
ফারুক মন্ডল	২৩ – ২৪	৮০ – ৮১	মোঃ আজহারুল ইসলাম অপূর্ব
এস এম জাকারিয়া	২৫ – ২৯	৮২ – ৮৩	তপন দে
এম শামছুল ইসলাম সুহেব	৩০	৮৪ – ৯০	সৌমেন দত্ত
শিশির রাজন	৩১	৯১ – ৯২	মোঃ আমিনুল ইসলাম মিনা
তাছলিমা আক্তার মুক্তা	৩২ – ৩৩	৯৩	শাহরিয়ার আহমদ টিপু
মোঃ ফরহাদ মুন্সী	৩৪ – ৩৫	৯৪ – ৯৫	মোহাম্মদ দ্বীন ইসলাম আনছারী
জাকারিয়া	৩৬ – ৪৪	৯৬	মোঃ সাগর ইসলাম মিরান

কবি পরিচিতি

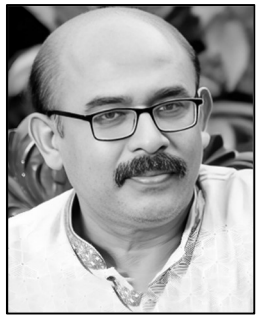

এবিএম সোহেল রশিদ
অভিনেতা, কথাসাহিত্যিক ও কবি এবিএম সোহেল রশিদ শিল্প-সংস্কৃতির প্রায় সবক'টি পথেই স্বাচ্ছন্দ্যে পাদচারণা করছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের বেদিমূলে আত্মোৎসর্গকৃত সূর্যসন্তান শহীদ বুদ্ধিজীবী এবিএম আবদুর রহিম ও মা কারুশিল্পী মিসেস ঝরনা রহীম-এর পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনিই বড়। ২৩ ডিসেম্বর ১৯৬৫ (এসএসসি সার্টিফিকেট অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি ১৯৬৮) রাজধানী ঢাকায় আজিমপুর মেটারনিটি হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হলেও পৈত্রিক নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাসুদেব ইউনিয়নের তিতাসনদীর পাড়ে ঘাটিয়ারা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মোল্লা পরিবারে।

কবিতা ছাড়া
এবিএম সোহেল রশিদ

একটি কবিতা লিখব
দেশপ্রেম নিয়ে ঢুকে পড়লাম বোধের ঘরে
ইস্পাতের রাজদণ্ড উঠল নড়ে চড়ে
হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাস মনে পড়ে।
.
স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জণবর্ণের তুমুল বিরোধ
মিথ্যের পরিসংখ্যান করতে চায় প্রত্যাখ্যান
কেউ কাউকে দেবে না সঙ্গ
বিবেক আর আবেগ নিল মাঝামাঝি অবস্থান।
.
মুখোশধারী একদল দুর্বৃত্ত
বিভীষিকাময় সময়ে ছিঁড়ে ফেলল প্রচ্ছদ—
ভাঙলো কলম, কী-বোর্ড ! বানালো যুক্তাক্ষরের প্রাচীর
ক্যামেরার ল্যান্সে বেঁধে দিল কালো কাপড়
ব্যাকারণের সূত্র ওরা করলো রদ।

স্বরবর্ণের পায়ে ডাণ্ডাবেরি
ব্যাঞ্জণবর্ণ দিচ্ছে পাহারা—
যতিচিহ্নের হাতে হাতকড়া
মাথায় গিজগিজ করছে কবিতা
কি করে লিখব বিজয় স্বরবর্ণ ছাড়া।
.
রাজপথ চোখে আঙুল দিয়ে শেখাল
কবিতা লিখতে কিছুই লাগে না—
হাতে হাতে রক্তে লেখা প্লেকার্ড আর
বুকের গভীর থেকে আসে যে চিৎকার
মনে রেখ কবিতা ছাড়া দেশ জাগে না।

কবি পরিচিতি

লেখক: ছাদির হুসাইন
পিতা: আমতর উল্লাহ
মাতা: ছদিকা বেগম
জন্মস্থান: গ্রান: ধল, ইউনিয়ন: তাড়ল। থানা: দিরাই, সুনামগঞ্জ।
প্রকাশিত বই একক ৩ টি।
সম্পাদনা ১১ টি।
সম্পাদক: সাপ্তাহিক কবিনগর বার্তা।
নির্বাহী সম্পাদক: সাহিত্যের জলছাপ সরলতা।
সাহিত্য সম্পাদক: নিউজ বাংলা
শিল্প সম্পাদক: ছড়া সাহিত্যের ই-ম্যাগ টুংটাং

বাংলা তুমি
ছাদির হুসাইন

বাংলা তুমি গর্ব আমার
ভাষা আমার
আশা আমার
হাঁসি-খুঁশি সর্ব আমার।

বাংলা তুমি শক্তি আমার
ঘাঁটি আমার
খাঁটি আমার
শ্রদ্ধাভরা ভক্তি আমার।

বাংলা তুমি মিত্র আমার
আলো আমার
ভালো আমার
নজরকাঁড়া চিত্র আমার।

বাংলা তুমি দৃষ্টি আমার
কথা আমার
যথা আমার
মনের মতো সৃষ্টি আমার

বাংলা তুমি স্বর্ণ আমার
মাতা আমার
ছাতা আমার
প্রাণের প্রিয় বর্ণ আমার।

অনুভূতি
ছাদির হুসাইন

ভালোবাসি ফুল পরী
আঁকাআঁকি করতে,
স্বপ্নের তুলি দিয়ে ঝাপটিয়ে ধরতে।
ভালোবাসি নদী-নালা
প্রকৃতির সাজকে,
মানুষের সরলতা সামাজিক কাজকে।
ভালোবাসি চাঁদ তারা
মেঘেদের চলাচল,
আকাশের বিশালতা পাখিদের দলাদল।
ভালোবাসি রীতিনীতি
সততার গল্প,
জীবনে চাওয়া-পাওয়া একেবারে অল্প।
ভালোবাসি বন মাটি
পাহাড়ের ঝরনা,
সবুজের আলপনা শিশিরের ওড়না।
ভালোবাসি খেলাধুলা
হাঁসি-খুঁশি থাকতে,
সৃষ্টির স্রষ্টাকে মন ভরে ডাকতে।

নিন্দুক
ছাদির হুসাইন

নিন্দুকেরা নিন্দা করে
করুক না
এ যাতনায় অশ্রু ঝরে
ঝরুক না।

বিচার জানি হবেই
এবং সেটা ভবেই।

এসব নিয়ে ভেবে তুমি
কেঁদো না
হৃদয় থেকে মুছে ফেলো
বেদনা।

স্বভাব ওদের পশুর
তাই করে যায় কসুর।

ওদের পাপে মরলে ওরা
মরতে দাও
হোঁচট খেয়ে পড়লে ওরা
পড়তে দাও।

পাওনা ওদের এটাই
আমরাও চাই সেটাই।

মন ছুটে যায়
ছাদির হুসাইন

সকাল হলে মন ছুটে যায়
পাখপাখালির গানে
পাখপাখালির মধুর সুরে
খুব যে আমায় টানে।

মন ছুটে যায় নদী-নালায়
মন ছুটে যায় মাঠে
মন ছুটে যায় শিশু মুখের
বর্ণমালার পাঠে।

মন ছুটে যায় খেলাধুলায়
মন ছুটে যায় গাঁয়ে
মন ছুটে যায় ভাটিয়ালির
রঙিন পালের নায়ে।

মন ছুটে যায় ফুলবাগানে
মন ছুটে যায় বনে
মন ছুটে যায় রংবেরঙের
প্রজাপতির সনে।

মন ছুটে যায় ফল-ফসলে
মন ছুটে যায় কাজে
মন ছুটে যায় বাংলাদেশের
লাল-সবুজের মাঝে।

ভুল হয়েছে
ছাদির হুসাইন

ভাবতে আমার ভুল হয়েছে
ভুল হয়েছে চিনতেও
ভুল হয়েছে জীবন পথে
ভালোবাসা কিনতেও।

ভুল হয়েছে চলতে আমার
ভুল হয়েছে খুঁজতেও
ভুল হয়েছে এই সমাজের
নানান বিষয় বুঝতেও।

ভুল হয়েছে শিখতে আমার
ভুল হয়েছে পড়তেও
ভুল হয়েছে চলার পথে
কাজে-কর্মে লড়তেও।

ভুল হয়েছে বলতে আমার
ভুল হয়েছে দিতেও
ভুল হয়েছে সময় থেকে
শিক্ষা-দীক্ষা নিতেও।

কবি পরিচিতি

অথই নূরুল আমিন
(কবি কলামিস্ট ও রাষ্ট্রচিন্তক)। তিনি নেত্রকোনা জেলার, বারহাট্টা উপজেলায় ছয়গাঁও গ্রামে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ সনে এক ধনাঢ্য খান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো. আব্দুল হক খান (হক সাহেব) মাতা নুরজাহান তালুকদার। লেখালেখির জীবনে তিনি একজন রাজনীতি বিশ্লষক এবং দেশের প্রভাবশালী কলামিস্ট হিসেবে পরিচিত। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্কুল জীবন বার্তা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। নব্বই দশকের মানবতার কবিও মানবাধিকার কর্মী। অসংখ্য সংবাদ পত্রের নিয়মিত লেখক তিনি।এছাড়া সারা দেশের অসংখ্য পাঠাগারে স্বরচিত বই উপহার দিয়েছেন। পাঠাগার বন্ধু এবং শিক্ষা বন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন তিনি। আমাদের পক্ষ থেকে মানবতার ফেরিওয়ালা এই কবির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বাংলা আমার অহংকার
অথই নূরুল আমিন

আমি আমার মায়ের প্রেমে পড়েছি
সারাদিন সারারাত খোঁজে ফিরছি
সেই গর্ভধারীণি সরলা মায়ের মুখ
এ যেন বড় আদর মাখা অমলিন সুখ।

আমি প্রকৃতির মায়া মমতায় বন্দি হয়েছি
এই যে বয়ে চলা নদী, খাল, বিলঝিলে আছি
যেখানে মাছেরা খেলা করে আপন মনে
সাগরের টেউ আর স্রোতে চলা পানির সনে।

আমি আমার জীবনের স্বপ্ন প্রেমে হাবুডুবু
স্ত্রী সন্তান আত্মীয় স্বজন পরশি সবাই হুবু

সেই যে কিছু বন্ধু বান্ধব আমার চারপাশে
তাদের ছাড়া একদম চলে না কোনো পাশে।

আমার প্রেম যেন উতলে পড়া টেউ
আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সংস্কৃতি ময়
গানের প্রেমে সুরে সুরে নব উদাস রই
পাখিদের মুখরিত কলরবে মুহিত হই।
বন্দরের প্রেমে পড়েছি কঠিন অনুভবে
কত পণ্যের বাহার থাকে সাজানো ভাবে
হাজারো গ্রাহকদের কত ভীড় আর ভীড়
কত চঞ্চল তারা, হাঁসি-খুঁশি যেন একতার নীড়।

আমি আমার দেশের সব কৃষকদের পক্ষে
যারা তাদের ফসল ফলায় যেন আপন বক্ষে
ধান, পাট, সবজি ফল মুল সব পাতাবাহার
আমি বাঙালি গো, বাংলা আমার অহংকার।

আমাদের গর্ব
অথই নূরুল আমিন

পাকা কলা গুলো এখন চায়ের দোকানে
একদম সাজানো ভাবে ঝুলন্ত থাকে
আজকের চায়ের দোকানটাই যেন
অতিতের একটি বাজারের সমান লাগে।

কত পরিপার্টি করা শপিং শপগুলো
এক জায়গায় সব সবকিছু পাওয়া যায়
পরিবহনগুলো যেন আজকে ঘরে ঘরে
জামা কাপড় সব বানানো কেনা যায়।

শশা বরই আচার বাদাম চানাচুরের ভীড়

একদম হাতের নাগালে বানিয়ে হয় দেয়া
এভাবেই কেক রুটি লুডুস্ পাপড় মরাং
এসব যেন আজকে হাতে নেয়া আর খাওয়া।

আজকে কেউ আর হোমিও প্যাথি নেয় না
আমরা যেন নগদের বিশ্বাসী সকল মানুষেরা
তাই সবার তৈরি খাবার পছন্দের তালিকায়
আমরা যেন উদীয়মান বাঙালি সারাজীবন ভরা।

আজকে যেন আমরা সবাই করছি বাবুগীরি
রাস্তা সড়ক সবই যেন টনটনাটন পাকা
অতিতে থাকিয়ে দেখি সব ছিল জগাখিচুড়ি
আধুনিকতার ছোয়ায় আজকে সদায় রং ডাকা।

এখন যদি আমরা সবাই ঠিক করে নেই চরিত্র
তবেই সারা বিশ্বে আমাদের সুনাম হবে সর্ব
হতে যদি পারি সবাই প্রতিবেশির খুব প্রিয়
তবেই আমরা করতে পারি জাতি নিয়ে গর্ব।

কবি পরিচিতি

মূল নাম: আবদুল আজিজ, পিতা মৃত আবদুল গণি, মাতা মৃত নূরবান আকতার। দাদা মৃত ছমর আলী, গ্রাম গড়র বন্দ, ডাক: বৈরাগীবাজার, থানা: বিয়ানীবাজার, জেলা: সিলেট। লেখালেখি শুরু: ১৯৮৪ ইংরেজি প্রথম লেখা প্রকাশ: ইসলামী ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ছোট দের পত্রিকা "সাম্পান"-এ। ছড়ার নাম "বাংলাদেশটি"। ৪ লাইনের ছড়া ছিল। ছড়াটি "এটিএম আবদুল আজিজ" নামে প্রকাশ পায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ৩৬টি। একক ও সম্পাদনা মিলে। কবি পেয়েছেন একাধিক সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কার । স্বত্বাধিকারী : জুঁই প্রকাশ, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
মোবা: 01317-188286

দেশের ছবি
আজিজ ইবনে গণি

দেশটা আমার মায়ের মত
তাই চেয়ে রই অবিরত
মায়ের মুখের দিকে,
মায়ের ছবি দেশের ছবি
যাই কবিতায় লিখে।

আমার দেশের আঁকতে ছবি
শিল্পীর হাতে তুলি,
এর চেয়ে বড় শিল্পী স্রষ্টা
তাকে যেন না ভুলি।

আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে
দেশটি বাঁচায় প্রাণ,
আমার দেশের ফুল বাগানে
আছে ফুলের ঘ্রাণ।

নদী নালায় কত পানি
বাতাস যে আরও জানি
আকাশটা নীল অই,
চোখ ফেরে না আমার মোটে
তাই তো চেয়ে রই।

কবি পরিচিতি

আমি মোঃ সাজ্জাদ হোসেন জামাল, পিতা মৃত ফিরোজ আহমেদ ভুঁইয়া গ্রাম + পোস্ট ছতুরা-শরীফ, উপজেলা আখাউড়া, জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আমার একক কবিতার বই ০৭ টি। উল্লেখযোগ্য মানুষ হতে চাই বই। যৌথ বই ২৫ এর উপরে।

দিন শেষে একই গন্তব্যে
মোঃ সাজ্জাদ হোসেন জামাল

সময়ের ব্যবধানে দিন শেষে একই গন্তব্যে,
মোদের সকলের হবে প্রস্থান- বিদায় বেলায়,
যতই করছি টাকাকড়ি বাড়াবাড়ি যেতে হবে,
কবর নামক গোরস্থানে না বললে ফায়দা নেই।

যতই করি অহংকারী বাবুগিরি দিনশেষে,
সবাই তো একই পথের পথিক হবো কারো
কবর নামক গোরস্থানে নতুবা শশ্মানে,
যে যেটার বিশ্বাসী তার কপালে সেটা ঘটিবে।

একই প্রভুর সৃষ্টি ওহে মানবজাতি
ভবে এসে যার যার মতবাদে বিভাজিত হলে,
মৃত্যুর ফেরেস্তা আসবে যবে নিয়ে যাবে
জান কবজ করে একই মোয়াল্লেমে মানুষ হিসেবে।

ভালো-মন্দ কাজের বিচার হলে,
বিচার দিবসে রেহাই পেলে শান্তির
আবাসন বেহেশত নামক স্বর্গীয় জায়গার
সন্ধান পেলে তুমি রাজার হালতে আজীবন থাকবে।

কতটুকু সভ্য মোরা
সাজ্জাদ হোসেন জামাল

কবি-রা সৃষ্টির রহস্য আর সৌন্দর্য উদঘাটনে,
মরিয়া হয়ে- প্রাণপণে প্রচেষ্টা চালায়,
সমাজকে সুন্দর করতে নতুনত্ব উপহার দিতে,
কবি-রা আজ সমাজে উপেক্ষিত কি দূর্ভাগা জাতির!

অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেই সমাজে সন্মান নেই,
অশিক্ষিত বর্বররা সমাজের শাহেনশাহ,
পাতিনেতাদের দাপটে সমাজেরহ মানুষ অতিষ্ঠ,
যতসব রাবিশ কাজ সবি করতে উস্তাদ তারা।

কতটুকু সভ্য হয়েছি মোরা জ্ঞানী গুণীদের সন্মান নয়,
কবি-দের কটাক্ষ করি ঘরে দু-বেলা আহার জুটেনি,
যাঁদের কবিতায় আর সুন্দর লেখায় সমাজ পায়,
সুন্দরের দিক নির্দেশনা- সুন্দর হন সমাজ জাতি।

মরণের আগে কবি-দের দেই নাকো উপযুক্ত সন্মান,
মরণের পরে কিছু কবিদের দেই মরোনোত্তর পুরুষ্কার,
কিসে সভ্য হলাম চোখের সামনে চিকিৎসার অভাবে,
ধুঁকে ধুঁকে কবি-রা সু-চিকিৎসার অভাবে মরে।

যে বর্বররা জুলুম আর জালিম গিরি করে,
তারাই শোষণ করে সমাজের সব সুবিধা,
আর নীতিবানরা নীতি নিয়ে বঞ্চিত পড়ে থাকে,
গুমড়িয়ে মরে এটা কিসের সভ্য সমাজ?

যে দেশে গুণীরা পান মরোনোত্তর সন্মান,
সে দেশে জ্ঞানী গুণীদের কদর বুঝতেই পারি,
হে দুর্ভাগা দেশ এমন হলে কবি নজরুল,
রবি ঠাকুর, জসিমউদদীন এর মতো মানুষ কেমনে জন্ম নিবে ?

প্রয়োজন শেষে
মোঃ সাজ্জাদ হোসেন জামাল

প্রয়োজন শেষে ফুলদানির অতি আদরের,
অনিন্দ্য সুন্দর ফুলটাকেও মানুষ অনাদরে;
ডাষ্টবিন আর বুথারে ফেলে - কেউবা পঁচা কর্দমায়,
মানুষের উপমা এর চেয়ে কম কিসে!

মানুষের বেলা ও তেমনি যতক্ষণ তোমার শক্তি,
অর্থ সামর্থ্যবল মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছে,
ততক্ষণই মানুষ তোমার প্রয়োজন অনুভব করবে,
মানুষের জন্য কিছু না করতে পারলে ডাস্টবিনে ছুঁড়বে।

কারো কাছে বিনিময়ে পাবার আশেয়
কস্মিনকালেও কিছু করবে না,
যতটুকু করবে মানুষ হিসেবে দায়িত্ববোধ আর
কর্তব্যের খাতিরেই করে যাবে এতেই সুখ।

ফুলের সৌন্দর্য মানুষকে বিলিয়েই পায় সুখ,
ফুল যেমন নিজের জন্য ফুটে না,
মানুষ ও তেমনি পরের সুখেই পাবে সুখ,
পরকে করতে পারলে সুখী নিজেও পান সুখ।

সুখ সুখ করিয়া তুমি হয়ো না স্বার্থপর,
পরের কারণে কিছু করতে পারলে তুমি,
নিজের সুখটাই কেবল তুমি খুঁজিয়া পাইবে,
মানুষ হয়ে মানুষের লাগিয়া কিছু একটা কর।

ফুলের আয়ুকাল অতি নগণ্য তবু ফুল,
সুগন্ধি আর সৌন্দর্য্যের বলেই মোদের অন্তরে
আজীবন বেঁচে থাকেন হয়ে আপনজন,
তুমিও ফুলের মতো মানুষ হয়ে সুগন্ধি বিলিয়ে যাও।

মৃত্যুতে নৃত্য উল্লাস
মোঃ সাজ্জাদ হোসেন জামাল

মানুষ মেরে নৃত্য করে উল্লাস করছে যারা,
তারাই কি জাতির গর্বিত ছাত্র সেনা,
কবে মোরা বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে চলবো,
মোরা সত্যিকারের মানুষ হবো।

নৃত্যের তালে তালে মানুষকে ঝুলিয়ে মারা,
কি অমানবিক নিষ্ঠুর মানুষ তারা,
এর চেয়ে জঘন্য কাজ ত্রি-ভুবনে আছে কিনা
নেই মোর জানা-হে পাপিষ্ঠরা মানুষ হবি কবে?

মানুষ মেরে নৃত্য করে উল্লাস করে,
কি আনন্দ পাও ওহে অসুর অসভ্য মানুষ,
পরকালের শাস্তির কথা যদি মনে করতি,
কস্মিনকালেও পারতি না এমন পৈশাচিকতা করতে।

আর কবে তোরা মানুষ হবি
নিত্যদিন আর কত নারকীয় কান্ড ঘটাবি,
প্রভুর শাস্তির করিস না একটু ভয়,
কেমন করে তোরা মানুষকে মুখ দেখাবি।

আর কত নীচু কাজ করলে দেশের আইনে
তোরা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলবি মোদের জিজ্ঞাসা?

পরশ পাথর চাই

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন জামাল

আমি এমন একটা পরশ পাথর চাই
যার ছোঁয়ায় আমি মানুষ হতে পারি,
আমি এমন একটা যাদুর কাঠি চাই
যার ছোঁয়ায় মোর ভুলগুলো শুধিতে পারি।

আমি এমন একটা আসওয়া পাথর চাই
যার ছোঁয়ায় মোর পাপগুলো নিমিষে উড়ে যায়।
আমি এমন একটা আয়না চাই- যার মধ্যে মোর
সারাজীবনের ভুলগুলো খুঁজে পাই।

আমি এমন একজন জীবনসঙ্গিনী চাই
যার ছোঁয়ায় মোর জীবনের ভুলগুলো শুধিতে চাই,
আমি এমন একটা ভাল মৃত্যু চাই
যে মৃত্যুতে সবাই মোরে হাসিমুখে বিদায় দিবে।

আমি এমন করে মরিতে চাই
যে মৃত্যুর আগে আগেই মোর পাপরাশি উড়ে যাবে,
আমি এমন মরণ চাই -যে মরণে পাড়াপড়শি
ভাল সত্যিকারের ভাল মানুষ ছিল খেতাব দিবে।

কবি পরিচিতি

হাফেজ ক্বারী মোঃ হাসান মাহমুদ, ০৬ই জুন ২০০৬ সালে রাজশাহী বিভাগের চলনবিল অধ্যুষিত পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলার মুন্ডুমালা গ্রামে, সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ কুরবান আলী প্রামাণিক এবং মাতা মোছা: রোমেলা খাতুন শিক্ষাজীবন: মাদ্রাসা থেকে, হেফজ করার পর দুধবাড়িয়া থেকে এসএসসি পাস করেন এবং "গজাইল শরাফতিয়া আলিম মাদ্রাসায়" আলিম শেষ করে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্বরত আছেন। তিনি একাধারে কবি, ছড়াকার, শিক্ষক ও সংগঠক। বিভিন্ন অনলাইন সাহিত্য সংগঠনে নিয়মিত কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লিখে অল্পসময়ে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

তুই একটা হারামজাদা !

এইচ এম হাসান মাহমুদ

ভাই! আপনি কী করছেন ?
কেন তুমি দেখছো না ?
আমি চর্চা করছি।
কী চর্চা করছেন ভাই ?
আমি সুকুমারবৃত্তি চর্চা করছি।
তার মানে আপনি কবি ?
কেন, আমায় চেনো না ?
আমি তো ভাবছি আমার কণ্ঠ শুনেই তুমি চিনে ফেলেছ।
না, আমি চিনিনি !
টেলিভিশন বা পত্রপত্রিকাতে-ও কখনো দেখোনি ?
ইস স্যরি, আপনি এত বড়ো কবি !
আমি কৃষক, আমার ছেলে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়াশোনা করে।
আপনি কোটা নিয়ে কিছু আবৃতি করুন বলিষ্ঠকণ্ঠে শুনি।
ইস! ইস! আস্তে--আস্তে! সবাই শুনবে তো !
আবৃতি করে মরবো নাকি !
শালা, কে বলে তোরে কবি ?
তুই তো একটা হারামজাদা !